بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ　　نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ　　وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

# আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবাকেরাম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্**
**আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক**
**মসজিদে প্রদত্ত ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ এর**
**খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার**

**তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তার নাম হলো, হযরত হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফী। হযরত হেলাল বিন উমাইয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন । হযরত হেলাল বিন উমাইয়া বদর ও উহুদসহ পরবর্তীতে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে মহানবী (সাঃ) এর সাথে যোগদান করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তবে তাবুকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। হযরত হেলাল বিন উমাইয়া সেই তিন আনসারী সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যারা কোনরূপ অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। অপর দু'জন সাহাবী ছিলেন, কা'ব বিন মালেক এবং মুরারা বিন রাবী'। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা তৌবার ১১৮ নম্বরের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল,

اَلَّذِیۡنَ یَلۡمِزُوۡنَ الۡمُطَّوِّعِیۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ فِی الصَّدَقٰتِ وَالَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ
اِلَّا جُہۡدَہُمۡ فَیَسۡخَرُوۡنَ مِنۡہُمۡ ؕ سَخِرَ اللّٰہُ مِنۡہُمۡ ۟ وَلَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

**অর্থাৎ ঃ "আর আল্লাহ্ সেই তিনজনের তওবা গ্রহণ করে সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল এমনকি ভূপৃষ্ঠের বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাঁর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই বারবার তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়াময়।"**

নবম হিজরী সনে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সহীহ বুখারীতে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণসহ রেওয়ায়েত রয়েছে যেখানে এই তিনজন সাহাবীর পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) এর নাতি আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হযরত কা'ব বলেন, 'মহানবী (সাঃ) স্বয়ং যেসব যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন কোন যুদ্ধাভিযানে আমি পশ্চাতে থাকি নি-কেবল তাবুকের যুদ্ধাভিযান ছাড়া। মহানবী (সাঃ) কেবলমাত্র কুরাইশ কাফেলাকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, যুদ্ধ করার কোনরূপ অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা উনাদের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করিয়ে দেন। আর আমার অবস্থা এরূপ ছিল ছিল যে, আমি কখনোই এতটা স্বাচ্ছন্দে ছিলাম না যতটা তখন ছিলাম যখন কিনা আমি তাঁর (সাঃ) সাথে ঐ যুদ্ধাভিযানে যাবার পরিবর্তে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলাম অর্থাৎ তাবুকে। ইতিপূর্বে কখনোই আমার কাছে বাহন হিসেবে উট ছিল না। মহানবী (সাঃ) সেই যুদ্ধাভিযানে প্রখর গরমের সময় বের হন অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধাভিযানে। আর তাঁর সামনে সুদীর্ঘ সফর এবং অনাবাদি বন-জঙ্গল। আর শত্রুপক্ষ তো ছিলই যারা সংখ্যায় ছিল অগণিত। তিনি (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাদের (তথা শত্রুপক্ষের) অবস্থা পরিষ্কারভাবে বলে দেন, যাতে করে তারা নিজেরা আক্রমণের জন্য যতটা প্রস্তুতি নেবার আবশ্যকতা আছে, ততটা প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। মহানবী (সাঃ) সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন আর মহানবী (সাঃ) এর সাথে মুসলমানরাও।' তিনি (রাঃ) আরো বলেন, আমি সকালে যেতাম যে, আমিও তাদের সাথে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করব, সফরের প্রস্তুতি নিব, কিন্তু আমি ফেরত আসতাম আর কোন কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি প্রস্তুতি নিতে পারি, আমার কাছে সরঞ্জামও আছে। মোটকথা তিনি বলেন যে, আমি দিবা-নিশি এই চিন্তায় মগ্ন থাকলাম, অন্যদিকে লোকেরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেয় এবং একদিন সকালে মহানবী (সাঃ) যাত্রা করেন আর মুসলমানরাও তাঁর সাথে যাত্রা করে, কিন্তু আমি কোনরূপ সফরের

প্রস্তুতি তখনও গ্রহণ করিনি। আমি ভাবলাম, মহানবী (সাঃ) যাত্রা করলে এর এক বা দুই দিন পরে প্রস্তুতি নিব এবং তাঁদের সাথে গিয়ে শামিল হব কেননা সফরের বাহন তো আমার কাছে আছেই আর আমি এ কাজ সহজেই করতে পারতাম। আমি আবারও যাই এবং ফিরে আসি কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত তখনও নিতে পারি নি। এ অবস্থাই চলতেই থাকে আর এভাবে সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে অনেক দূরে চলে যায়। আমিও চিন্তা করতে থাকি যে, যাত্রা শুরু করব এবং তাদের সাথে মিলিত হব।' তিনি (রাঃ) বলেন, 'মহানবী (সাঃ) তাবুকে পৌঁছার পূর্বে আমাকে স্মরণ করেননি এবং আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসও করেননি।' কিন্তু তাবুকের প্রান্তরে লোকদের মাঝে বসা অবস্থায় তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, কা'ব কোথায়? তখন বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তার দুটি চাদর এবং তার ডানে বামে তাকানো তাকে বিরত রেখেছে। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) এটি শুনে বলেন, তুমি কতইনা মন্দ কথা বলেছ, না, বিষয়টি এমন নয়। তিনি (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তার সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা তো ভালোই। কা'ব সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমার যে অভিজ্ঞতা তা ভালো, তার মাঝে কোন প্রকার অহমিকা, আত্মভরিতা বা কপটতা নেই। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুপ হয়ে যান। হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'আমি যখন জানতে পারি মহানবী (সাঃ) ফিরে আসছেন অর্থাৎ যে অভিযানে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হই এবং বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত খুঁজতে থাকি যে, আগামীকাল আমি কোন্ কথা বলে মহানবী (সাঃ) এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাব। কোন্ অজুহাত দাঁড় করাব। মহানবী (সাঃ) পৌঁছে গেছেন তখন আমার মন থেকে সকল মিথ্যা ভাবনা দূর হয়ে যায়। যত অজুহাত ছিল তা দূর হয়ে যায় এবং আমি বুঝতে পারি, আমি কোন মিথ্যা বলেই মহানবী (সাঃ) এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাব না। এজন্য আমি সবকিছু সত্য সত্য বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। তিনি (সাঃ) যখন সমস্ত পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকেদের তলব করলেন,তখন যারা সফরে যায় নি সেইসব লোক মহানবী (সাঃ) এর কাছে যায় এবং তাঁর সমীপে অপারগতার কথা বলতে থাকে, সবাই বিভিন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতে থাকে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন, তাদের বয়আত নেন, তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ্‌তা'লার হাতে ছেড়ে দেন।' হযরত কা'ব (রাঃ) আরো বলেন, 'মহানবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আমি যখন তাঁকে সালাম করি তখন তিনি (সাঃ) অসন্তুষ্ট মানুষের ন্যায় হেসে আমার দিকে তাকান। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, এগিয়ে আস। আমি এগিয়ে আসি এবং তাঁর সামনে বসে পড়ি। মহানবী (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "কিসের জন্য তুমি পিছনে ছিলে, আমাদের সাথে কেন সফর কর নি?তুমি কি বাহন ক্রয় কর নি?" আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমনটি করেছি আর আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারো সামনে যদি আমি বসে থাকতাম তাহলে আমি অবশ্যই তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে কোন না কোন অজুহাত উপস্থাপন করতাম, আমি বেঁচে যেতে পারতাম, কিন্তু খোদার কসম! আমি জানতাম যে, আজকে আপনার নিকট কোন মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করলেও অচিরেই আল্লাহ্‌তা'লা আমার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। আমার সত্য কথা বলাতে আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন তবুও আমি আল্লাহ্‌তা'লার ক্ষমা লাভের আশা রাখি। এরপর হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, না!খোদার কসম! আমার না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমার এমন কোন অজুহাত নেই যা আপনাকে বলবো। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার কাফেলা থেকে যখন আমি পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম তখনকার মতো সুস্বাস্থের অধিকারী এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আমি ইতিপূর্বে কখনো ছিলাম না।' মহানবী (সাঃ) একথা শুনে বলেন, সে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, উঠ এবং তোমার ব্যাপারে খোদাতা'লার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আমার সামনে থেকে এখন চলে যাও। আমি উঠে চলে আসলাম এবং আমার পিছনে পিছনে বনু সালামার কিছু লোকও উঠে আসে। তারা আমাকে বলে, মহানবী (সাঃ) এর সম্মুখে তুমি কোন অজুহাত কেন উপস্থাপন করনি, তোমার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এস্তেগফার করাটাই তোমার এই পাপ ক্ষমা করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো আরও কেউ কি আছে যে তাঁর (সাঃ) কাছে এমন স্বীকারোক্তি দিয়েছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আরও দু'জন ব্যক্তি রয়েছে; তারাও তা-ই বলেছে যা তুমি বলেছ, আর তারাও সেই উত্তরই পেয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কারা? তারা বলে, একজন হলো মুরারা বিন রবী' আমরী, অপরজন হলো হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকফি। হযরত কা'ব বলেন, তারা আমার কাছে এমন দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ করল যারা বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাদের উভয়ের মাঝে আমার জন্য আদর্শ ছিল। লোকেরা যখন আমার কাছে সেই দু'জনের উল্লেখ করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে চলে গেলাম; আর রসূলুল্লাহ্(সাঃ) মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেন।

লোকজন আমাদেরকে এমনভাবে এড়িয়ে চলতো যেন আমাদেরকে চিনে-ই না। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, এরই মধ্যে একদিন আমি মদিনার বাজারে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম সিরিয়ার অধিবাসী নাবতিদের মধ্য থেকে একজন 'নাবতী', যে মদিনায় শস্য বিক্রি করতে এসেছিল; সে বলছিল, কা'বের খোঁজ কে দিতে পারে? এটা শুনে মানুষ তাকে ইশারা করতে লাগল। সে আমার কাছে এসে

গাসসানের বাদশাহ্‌র একটি পত্র আমাকে দেয়। এর বিষয়বস্তু এরকম ছিল, আম্মাবা'দ; আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমার সঙ্গী তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করছে এবং তোমাকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌ তোমাকে এমন ঘরে জন্ম দেননি যেখানে তুমি লাঞ্ছিত হবে এবং তোমাকে ধ্বংস করা হবে। তুমি আমাদের সাথে মিলিত হও, আমরা তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করব। আমি এই পত্র পাঠ করে বলি, এটিও একটি পরীক্ষা। আমি পত্রটি নিয়ে আগুনের দিকে গেলাম এবং সেটিকে তার মাঝে ফেলে দেই। এমতাবস্থায়, পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয় তখন আমি দেখতে পাই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সংবাদবাহক আমার নিকট আসছে। সে বললো, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, তুমি নিজের স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব নাকি অন্য কিছু করব। তিনি বলেন, তার কাছ থেকে পৃথক থাক এবং তার নিকটে যেও না। তিনি (সাঃ) আমার দুই সাথীকেও, অর্থাৎ হযরত হেলালকেও অনুরূপ নির্দেশ প্রেরণ করেন। এরপর আমি আরো দশ রাত অপেক্ষায় থাকলাম। এমনকি ঐ সময় থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো যখন থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন। পঞ্চাশতম রাত শেষে সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমি আমার ঘরের একটি কক্ষের ছাদের ওপর সেই অবস্থায় বসে ছিলাম, যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা উল্লেখ করেছিলেন যে, আমার জীবন আমার কাছে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল আর পৃথিবী প্রসস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তা আমার জন্য সঙ্কীর্ণ মনে হচ্ছিল, এমন পরিস্থিতিতে আমি উচ্চকণ্ঠে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাই, যা মদিনার উত্তর দিকের প্রসিদ্ধ সালা পাহাড় থেকে আসছিল এবং উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, হে কা'ব বিন মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ। তিনি বলেন, এটি শুনামাত্রই আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়ি আর বুঝে নেই যে, আমার সমস্যা দূর হয়ে গেছে, মহানবী (সাঃ) ফযরের নামায আদায়ের পর ঘোষণা প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটি শুনে লোকজন আমাদেরকে এই শুভসংবাদ দিতে থাকে আর আমার উভয় সাথিও আমাকে সুসংবাদ দেয়। আমি মহানবী (সাঃ) এর কাছে চলে যাই আর লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দলে দলে আসতে থাকে আর তওবা কবুলের জন্য আমাকে মোবারকবাদ দিতে থাকে। মানুষ বলতো, তুমি ধন্য। আল্লাহ্‌তা'লা তোমার প্রতি করুণা করে তওবা কবুল করেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি মহানবী (সাঃ) বসে আছেন। তাঁর (সাঃ) এর চারপাশে লোকজন রয়েছে। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌ আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসেন; আমার সাথে করমর্দন করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে আসসালামু আলাইকুম বলি তখন মহানবী (সাঃ) সালামের উত্তর দেন আর আনন্দে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল ছিল। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার জন্য শুভসংবাদ। তোমার মা তোমাকে জন্মদানের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন শুভ দিন কখনো তোমার জীবনে আসে নি। খুব ভালো দিন তুমি অতিবাহিত করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে? তিনি (সাঃ) বলেন, না, বরং খোদাতা'লার পক্ষ থেকে। মহানবী (সাঃ) যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর (সাঃ) পবিত্র চেহারা এমন আলোকিত হয়ে যেত যেন তা চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা সেই ঔজ্জ্বল্য দেখেই তাঁর (সাঃ) এর আনন্দ আঁচ করে ফেলতাম। তিনি বর্ণনা করেন, আমি যখন মহানবী (সাঃ) এর সামনে বসি তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! এই তওবা গৃহীত হওয়ার কারণে ধনসম্পদ থেকে আমি আমার নিজের দাবি প্রত্যাহার করলাম যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌এবং তাঁর রসূলের জন্য সদকাস্বরূপ হবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, ধনসম্পদ থেকে নিজের জন্যও কিছু রাখ কেননা এটাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, আমি খায়বারের প্রান্তরে আমার যে অংশটুকু রেখেছি তাই যথেষ্ট। আমি আরো বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে সত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন আর আমার তওবার মধ্যে একথাও ছিল যে, আমি আমৃত্যু সর্বদা সত্য বলব।

তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আরো একটি সংক্ষিপ্ত নোট রয়েছে, এই যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের ঘটনা এটি এরকম যে, সিরিয়ার নিব্‌তি গোত্রের লোকেরা, যারা তেলের ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনাতে সফরে আসতো তাদের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর নিকট এই সংবাদ আসে যে, রোমের কায়সার এর একটি সৈন্যদল কায়সারের সাথে সিরিয়াতে একত্রিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর নিকট যখন এই সংবাদ আসে, সে সময় মানুষের মধ্যে শক্তি সামর্থ ছিল না, তারপরেও তিনি (সাঃ) লোকদের মাঝে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা করালেন এবং যেদিকে সফর করতে হবে তাদেরকে সেই স্থান সম্পর্কে অবগত করলেন, যেন তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

নবী করীম (সাঃ) এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা করা মাত্রই মদিনাতে একটি তাড়াহুড়া পড়ে যায়। যে সকল সাহাবী সামর্থ্য রাখতেন তারা তাদের সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কুরবানী পেশ করতে লাগলেন, যারা অপারগ ছিলেন তাদের আবেগ ও উচ্ছাস এতটা বেশি ছিল যে, তারা পায়ে হেঁটে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই অভিযানে সম্পদ প্রদানের জন্য কেউ বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছিল আবার কেউ নিজের সামগ্রী একত্রিত করছিল আর নিজ মনিবের চরণে বেশি বেশি দান করার জন্য চেষ্টা করছিল।

যাহোক, কেউ কিছু পাওয়া যায় কি-না সে জন্য নিজের বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজছিল যাতে সে-ও এর মাধ্যমে অভিযানে অংশ নিতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) বাড়ীর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) তার পুরো সম্পদ মহানবী (সাঃ) এর সমীপে পেশ করেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) এর চরণে নিজের পুরো যে সম্পদ পেশ করেছিল তার মূল্য সেযুগের হিসাবে ছিল চার হাজার দেরহাম। তখন হযরত উসমান (রাঃ) অনেক উট ও ঘোড়া ছাড়াও নগদ অর্থ দান করেছিলেন। (তার) এই কুরবানীর কারণে মহানবী (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এই দানের পর এখন উসমানের কোন কাজের জন্য তাকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। অর্থাৎ এই সেবার পর এখন উসমানকে অন্য কোন আমলের বা কাজের জন্য আর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু আকীল (রাঃ), তার কাছে যুদ্ধের জন্য দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তিনি এই কৌশল আবিষ্কার করেন যে, কোন জায়গায় রাতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্ষেতে পানি সিঞ্চনের চুক্তি করেন আর সারারাত কূপ থেকে রশি দিয়ে টেনে পানি বের করেন আর ক্ষেতে সেচ দেন। এর বিনিময়ে তিনি দুই সা' বা চার-পাঁচ কিলোগ্রাম বা সের খেজুর পান যার অর্ধেক স্ত্রী-সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য রাখেন আর অর্ধেক খোদাতা'লার পথে নিবেদনের জন্য মহানবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এ সময় তার অর্ধেক সম্পদ মহানবী (সাঃ) এর চরণে উৎস্বর্গকরেন যার মূল্যমান ছিল চার হাজার চারশত দিরহাম। হযরত আসেম বিন আদী (রাঃ) একশত ওয়াসক খেজুর প্রদান করেন, তখন মুনাফেকরা বলে যে, এটি লোক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্‌তা'লা তখন সূরা তৌবার ৭৯ নম্বর আয়াত নাযেল করেন ঃ

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

**অর্থাৎ ঃ মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুণ্য কর্মে বা সদকার বিষয়ে অপবাদ আরোপ করে, তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যারা পরিশ্রম করা ছাড়া কোন সামর্থ্য রাখে না, তাদেরকে যারা হাসিঠাট্টা করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাদের তিরস্কারের উত্তর দিবেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত আছে, যারা মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং মুনাফেকদের জন্য।**

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যাহোক হযরত হেলাল বিন উমাইয়্যার প্রেক্ষাপটে এই কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত হেলাল বিন উমাইয়্যার স্মৃতিচারণ সংক্রান্ত আরো কিছু কথা আছে যা ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে।

হযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি ওয়াকফে নও বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা করছি। তারা *waqfenouintl.org* নামে ওয়াকফে নও সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইট বানিয়েছে। আজ এটির উদ্বোধন হবে। এই ওয়েবসাইটে পিতামাতারা তাদের হবু সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে লেখা পত্র এবং এর উত্তর সম্পর্কে সরাসরি এই বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দিক নির্দেশনা নিতে পারে। এছাড়া পিতামাতা ও ওয়াকফীনে নওদের শিক্ষা-দীক্ষা তালিম তরবিয়্যত সংক্রান্ত আমার যে দিক নির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা রয়েছে সে সম্পর্কেও পথ নির্দেশনাও পেতে পারে।

To

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
6 December 2019

**FROM**

**AHMADIYYA MUSLIM MISSION**
**NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B**

**www.mta.tv**
**www.alislam.org**
**www.ahmadiyyabangla.org**